পবিত্র কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত
মানুষের শপথ সংক্রান্ত
আল্লাহতা’য়ালার বিধান সমূহ-পর্ব-২

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ পবিত্র কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত “ মানুষের শপথ সংক্রান্ত আল্লাহ তা’য়ালার বিধান সমূহ”।

পবিত্র কোরআনে (কসম)এবং (ইয়ামিন)এই দুটি শব্দ ব্যবহার হয়েছে শপথ এর জন্য ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা ইবরাহীম

১) কিয়ামতে কাফেরদের বলা হবে ইতোপূর্বে দুনিয়ার জীবনে তোমরা শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন হবে না?

সুরা ১৪ ইবরাহীম, আয়াতঃ৪৪

وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا
أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ
تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ﴿٤٤﴾

যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর, তখন যালিমরা বলবেঃহে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে কিছু কালের জন্যে অবকাশ দিন , আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিবো এবং রাসুলদের অনুসরণ করবো; তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না , তোমাদের পতন নেই?

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন নাহল

২) তারা(কাফেররা) জোর দিয়ে আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যারা মরে যায় আল্লাহ তাদের পুনরুত্থিত করবেন না।

সুরা ১৬ আন নাহল, আয়াতঃ ৩৮

وَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ ؕ بَلٰى
وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٨﴾

তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলেঃ যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না; কেন নয়; তিনি তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেনই; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।

৩) তোমরা তোমাদের পরস্পরের শপথ ভঙ্গ করো না; যে শপথ তোমরা আল্লাহকে সাক্ষী বানিয়ে মজবুত করেছো। আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করো না।

সুরা ১৬ আন নাহল, আয়াতঃ ৯১-৯৫

وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَ لَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ
تَوْكِيْدِهَا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا
تَفْعَلُوْنَ ﴿۹۱﴾

তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর এবং তোমরা আল্লাহকে তোমাদের যামিন করে শপথ দৃঢ় করবার পর তা ভঙ্গ করো না; তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ؕ تَتَّخِذُوْنَ
اَيْمَانَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ؕ اِنَّمَا
يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ ؕ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ
فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿۹۲﴾

সে নারীর মতো হয়ো না, যে তার সূতা মজবুত করে পাকাবার পর অর পাক খুলে নষ্ট করে দেয়; তোমাদের শপথ তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করবার জন্যে ব্যবহার করে থাক, যাতে একদল অন্যদল অপেক্ষা লাভবান হও; আল্লাহ তো এটা দ্বারা শুধু তোমাদের পরীক্ষা করেন; তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তা নিশ্চয়ই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিবেন

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَ
يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۳﴾

যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদেরকে একজাতি করতে পারতেন; কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা, বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা, সৎপথে পরিচালিত করেন; তোমরা যা কর সে বিষয়ে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

وَ لَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ
ثُبُوْتِهَا وَ تَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَ
لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۹۴﴾

পরস্পর প্রবঞ্চনা করবার জন্যে তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার করো না; করলে পা স্থির হওয়ার পর পিছলিয়ে যাবে এবং আল্লাহর পথে বাধা দেয়ার কারণে তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করবে; তোমাদের জন্যে রয়েছে মহা শাস্তি।

وَ لَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۹۵﴾

তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার তুচ্ছমূল্যে বিক্রি করো না; আল্লাহর কাছে যা আছে শুধু তাই তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা জানতে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সূরা আন নূর

৪) তারা (মুনাফিকরা) শক্তভাবে আল্লাহর নামে শপথ করে বলে, তুমি তাদের নির্দেশ দিলে তারা অবশ্যই (যুদ্ধে) বের হবে।

সুরা ২৪ আন নূর, আয়াত ৫৩

وَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ؕ قُلْ لَّا
تُقْسِمُوْا ۚ طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۵۳﴾

তারা দৃঢ় ভাবে আল্লাহর শপথ করে বলে যে, তুমি তাদেরকে আদেশ করলে তারা বের হবেই; তুমি বলঃ শপথ করো না, যথার্থ আনুগত্যই কাম্য; তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন নামল

৫) তারা (সালেহ আঃ) এর কওমের নেতৃস্থানীয় লোকেরা বলেছিলো, তোমরা নিজেদের মধ্যে আল্লাহর নামে শপথ করে বলো আমরা অবশ্যই রাতের বেলা তাকে (সালেহ আঃ)কে এবং তার পরিবারবর্গকে আক্রমণ করে হত্যা করবো।

সুরা ২৭ আন নামল, আয়াতঃ ৪৮-৫১

وَ كَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَ لَا
يُصْلِحُوْنَ ﴿۴۸﴾

আর সেই শহরে ছিল এমন ৯ জন ব্যক্তি যারা শহরে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো এবং সৎ কর্ম করতো না।

قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَ اَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا
شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٤٩﴾

তারা বললোঃ তোমরা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করঃ আমরা রাত্রিকালে তাকে ও তার পরিবার পরিজনকে অবশ্যই আক্রমণ করবো, অতঃপর তার অভিভাবককে নিশ্চিত বলবোঃ তার পরিবার পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি; আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।

وَ مَكَرُوْا مَكْرًا وَّ مَكَرْنَا مَكْرًا وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٠﴾

তারা এক চক্রান্ত করেছিলো এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম; কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَ قَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥١﴾

অতএব দেখো, তাদের চক্রান্তে পরিণাম কি হয়েছে,- আমি অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আর্ রূম

৬) যেদিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে, তারা দুনিয়াতে ঘন্টাখানেকের বেশী অবস্থান করেনি।

সুরা ৩০ আর্ রূম, আয়াতঃ ৫৫

وَ يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ۬ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ
سَاعَةٍ ؕ كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ﴿٥٥﴾

যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা (দুনিয়ায়) এক মূহুর্তের বেশী সময় অবস্থান করেনি। এভাবেই তারা সত্যভ্রষ্ট হতো।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল ফাতির

৭) তারা (কাফিররা) দৃঢ়তার সাথে শপথ করে বলতো, তাদের কাছে যদি সতর্ককারী আসে, তবে তারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের চাইতে হিদায়তের অধিকতর অনুসারী হবে।

সুরা ৩৫ আল ফাতির, আয়াতঃ ৪২

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ
مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾

তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলতো যে, তাদের নিকট কোন সতর্ককারী

আসলে তারা অন্য সব সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎ পথের অধিকতর অনুসারী হবে; কিন্তু তাদের নিকট যখন (এক) সতর্ককারী (মুহাম্মাদ সঃ) আসলো তখন শুধু তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পেল।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল মুজদালা

৮)তারা (মুনাফিকরা)তাদের শপথকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে, তাদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।

সুরা ৫৮ আল মুজদালা, আয়াতঃ ১৬

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ
مُهِينٌ ﴿١٦﴾

তারা তাদের শপথগুলোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, (এভাবে) তারা আল্লাহর পথ হতে মানুষকে প্রতিহত করে; তাদের জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক আযাব।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল মুনাফিকুন

৯)তারা(মুনাফিকরা)তাদের শপথকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে এবং আল্লাহর পথে আসতে বাধা দেয়, তাদের কর্মকান্ড কতো নিকৃষ্ট।

সুরা ৬৩ আল মুনাফিকুন, আয়াতঃ ২

اِتَّخَذُوْۤا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٢

তারা তাদের শপথগুলোকে ঢালরূপে ব্যবহার, আর তারা আল্লাহর পথ হতে (মানুষকে প্রতিহত করে। তারা যা করছে তা কত মন্দ!

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আত্ তাহ্রীম

১০) আল্লাহ তোমাদের জন্যে শপথ থেকে মুক্তিলাভের বিধান দিয়েছেন।

সুরা ৬৬ আত্ তাহ্রীম,আয়াতঃ ২

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ
الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝٢

আল্লাহ তোমাদের শপথ হতে মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করেছেন, আল্লাহ তোমাদের সহায়; তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সূরা সোয়াদ

১১)(আইয়ুব আঃ কে বলা হচ্ছে) এক মুষ্ঠি তৃণ লও, তা দিয়ে আঘাত করো, শপথ ভঙ্গ করো না।

সুরা ৩৮ সোয়াদ, আয়াতঃ ৪৪

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ۗ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ۗ

نِعْمَ الْعَبْدُ ۗ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴿٤٤﴾

(আমি তাকে আদেশ করলামঃ)এক মুষ্ঠি তৃণ লও এবং তা দ্বারা আঘাত কর ও শপথ ভঙ্গ করো না। আমি তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। কত উত্তম বান্দা সে! সে ছিল (আমার) অভিমূখী।

<u>বুখারী শরীফের হাদীস; বুক ১৫; হাদীস নং ৪০৪০</u>

ইবনে উমর(রাঃ) আল্লাহর রাসুল(সঃ) কে বলতে শুনেছেন ,আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করো না। কুরাইশরা তাদের পিতার নামে শপথ করতো, রসুল(সঃ) বলেছেন ,পিতার নামে শপথ করো না।

<u>বুখারী শরীফের হাদীস; বুক ১৫; হাদীস নং ৪০৪৩</u>

আব্দুর রহমান বিন সামুরা(রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসুল(সঃ) বলেছেন ,দেব দেবীর নামে এবং পিতার নামে শপথ করো না।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা কোরআন আল্লাহ তা'য়ালা নাযিল করেছেন এবং রাসুল(সঃ) হাদীস বর্ণনা করেছেন- আমাদের আ'মল করার জন্য। যদি আমরা আ'মল না করি তাহলে গুনাহগার হবো এবং দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতির সম্মুখীন হবো। এবং আখেরাতে আযাব ভোগ করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সহীহ আ'মল করার তৌফিক দান করুন।

আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি অয়া বারাকাতুহু।

....।